**১. কর্মবাদের মূল বক্তব্যগুলি আলোচনা করো।**

চার্বাক ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় দর্শনে এক সর্বব্যাপক প্রাকৃতিক নিয়ম স্বীকার করা হয়, যে নিয়মের ফলে জগতে এত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। জাগতিক সকল বিষয় এই নিয়মের অধীন। আমরা কখনোই এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারি না। এই নিয়মকে বলা হয়েছে ঋত।

এই ঋতের নিয়মেই চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, সকল কিছুই নিজ নিজ কক্ষে ঘূর্ণায়মান। পরস্পরের মধ্যে কোন সংঘাত ঘটে না। জগতের সমস্ত জীবকূল এই নিয়মের অধীনে। তাই বলা যায় ঋত হল আমাদের নৈতিক জীবনের নিয়ামক। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে এই নিয়মকে বলা হয় অদৃষ্ট, আর মীমাংসা দর্শনে বলা হয় অপূর্ব। এই ঋত বা অদৃষ্ট বা অপূর্বের অধীন। কিন্তু সেজন্য মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরাধীন একথা বলা যায় না। মানুষ তার নিজস্ব সীমার মধ্যে স্বাধীন। মানুষ স্বাধীন ভাবে করে যে ফল উৎপন্ন করে, সেই ফলের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু কর্মফল ভোগ করলেও স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করে। সেই কর্মেরও ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্বাধীনতা বজায় থেকেও কর্মফল অনুযায়ী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতাও থাকে আবার নিয়ন্ত্রণও থাকে। এই রূপে ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ, জন্মান্তবাদ প্রভৃতিও স্বীকার করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ গুরুত্বপূর্ণ। গীতার কর্মবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। চার্বাক ভিন্ন সকল ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ আলোচিত হয়েছে। কর্মবাদে বলা হয় কর্ম করলে ফলভোগ করতে হবে। মানুষ তার কর্মের দ্বারা যে ফল উৎপন্ন করে, সেই ফল তাকে ভোগ করেই হবে। এর থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু মানুষ যদি ফলের আশা না করে কোন কর্ম করে তাহলে তার কর্ম থেকে কোন ফল উৎপন্ন হয় না। সেজন্য মানুষকে ফলভোগ করতে হয় না। এই নিয়ম যদি দীর্ঘদিন অনুশীলন করা হয় তাহলে সঞ্চিত কর্মফল শেষ হলে মানুষ মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে পারে। অর দুঃখময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে না।

**৫. জৈনদের পঞ্চসমিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।**

মঠবাসী শ্রমণদের আচরণ যাতে সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ কঠোরভাবে অহিংস হয়, এই উদ্দেশ্যে জৈন নীতিশাস্ত্রে পঞ্চমহাব্রত ও ত্রিগুপ্তির সঙ্গে পঞ্চসমিতি বা সহকারী নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চসমিতিকে অনেকসময় 'পঞ্চভাবনাও' বলা হয়। পঞ্চসমিতি হল:

১। ঈর্ষা সমিতিঃ পথ চলার সময় যাতে কোন জীবহত্যা না হয়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি পদতলে দলিত না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

২। ভাষা সমিতিঃ সংযতবাক্ হতে হবে; অতিকথন যাতে অপরের মনোকষ্টের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৩। এষণা সমিতিঃ খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে নিস্পৃহ হতে হবে, 'কেবল তারই প্রয়োজনে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে' এমন কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা যাবে না।

৪। আদান সমিতি: অসতর্কতাবশত যাতে অতিক্ষুদ্র জীবাণু ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নাক, মুখ, পদতল ইত্যাদিতে বিশেষ দ্রব্য (যেমন, নাকে ও মুখে আচ্ছাদন) ব্যবহার করতে হবে।

৫। উৎক্ষার সমিতিঃ  অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিকে পরিত্যাগ করতে হবে।